মনা ভাইয়ের ঝামেলা সমগ্র

মনা ভাইয়ের ঝামেলা সমগ্র

ইশতিয়াক আহমেদ

অনিন্দ্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৪২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১

প্রকাশক
মোঃ আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৭৯৬৪, ০১৯৭১৬৬৪৯৭০, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

বর্ণবিন্যাস
আদিত্য কম্পিউটার
১৪২, হৃষিকেশ দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯১৯৬৬৪৯৭০

বানান সমন্বয়ক
রফিক জীবন
মোবাইল : ০১৯১২১৯৮০২৩

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১-ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৯০৬১৬, ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

মূল্য : ২০০.০০ টাকা

Mona Bhaier Jhamela Somogr by **Isteaque Ahmed**
Published by Md. Afzal Hossain
Anindya Prokash
38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 47117964, 01971664970, 01711664970
e-mail : anindya.prokash@yahoo.com

First Published : February 2021

Price : 200.00
US $ 05

ISBN 978 984 95365 7 4

ঘরে বসে অনিন্দ্য প্রকাশ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন
http://rokomari.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭
https://othoba.com ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১৩৮০০৮০০
http://boibazar.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১১২৬২০২০
http://bdshopay.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬২২৭৭৮৮৭৭
http://porua.com.bd/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৮৫৭৭৭৭৪৮৪

http://journeybybook.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে
০১৬৭৪৫৩৬৫৪৪

উৎসর্গ

বেশ কয়েক বছর ধরে একজন তর"ণ আমাকে মাঝে মাঝে নক করে, ভাই, সিনেমা বানান।
আমি তাকে বলি, ভাই, আমি এবং বাংলাদেশ এখন কেউই সিনেমার জন্য প্রস্তুত না।
সে আবারও নক করে। একই কথা বলে।
আমিও তাকে একই জবাব দেই।
একদিন সেই তর"ণ আমাকে জানালো, ভাই, আমি আসলে এমন একটা কিছু করতে চাই, যাতে আপনার পাশাপাশি আমার নামটাও থাকবে।
আমরা একটা সময় এসে সেই কাজটা করছি। যেখানে সেই তর"ণ মানুষটি শতভাগ বিশ্বাস দেখিয়েছে আমার ওপর। যা তার বিশাল হৃদয়েরও জানান দেয়।

সজল বিশ্বাস
আমার ভাই...

সূচিপত্র

মনা ভাইয়ের ঘটনা সামান্য ৯
মনা ভাইয়ের ডায়েটিং ১৪
বাজেট পরবর্তী মনা ভাই ১৯
মনা ভাইয়ের অফিস ২৩
মনা ভাইয়ের দোকান ২৮
মনা ভাইয়ের বডিগার্ড ৩২
মনা ভাই ফোর টুয়েন্টি ৩৭
মনা ভাই দা ম্যাজিশিয়ান ৪১
ক্রিকেটার মনা ভাই ৪৫
মনা ভাই কালচার থেকে অ্যাগ্রিকালচারে ৪৯
মনা ভাই মোড় ৫৩
মনা ভাইয়ের বিশ্বকাপ মিশন ৫৬
কঠিন মনা ভাই তরল মনা ভাই ৬১
সংগীত সাধক মনা ভাই ৬৫
মনা ভাইয়ের চুল সমাচার ৬৯
মনা ভাইয়ের মোটরসাইকেল ৭৪
দেশ ছাড়ছেন মনা ভাই ৭৯
অন্ধকারে মনা ভাই ৮৪
কষ্টে আছে মনা ভাই ৮৯
ঈদে মনা ভাই ৯৩

মনা ভাইয়ের ঘটনা সামান্য

মনা ভাইকে দেখলে রীতিমতো 'জান' নিয়ে পালাতে হয়। সমস্যাটা আমার একার না। এ এলাকার যুবকবয়সি সবার। যে মনা ভাই যুবসমাজের নয়নমণি ছিলেন, এখন তিনি যুবসমাজের 'ত্রাস' হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। মনা ভাইয়ের অত্যাচারে রাস্তায় চলাফেরা, আড্ডা দেওয়া সব শেষ। রাস্তায় চলার সময় কোথাও থেকে যদি আওয়াজ আসে ওই যে মনা ভাই, রাস্তায় ছোটাছুটি পড়ে যায়। আড্ডার সঙ্গে যদি কেউ মজা করেও বলে মনা ভাই আসছে, মুহূর্তেই আড্ডার এলাকা জনশূন্য হয়ে যায়। অথচ কদিন আগেও মনা ভাইয়ের পেছন ছাড়িনি আমরা কেউ। তার সঙ্গে চলা, আড্ডা দেওয়া তো ছিলই পারলে মনা ভাইয়ের বাসায় গিয়ে ঘুমাতে চাইতাম। কী অসাধারণ মানুষ ছিলেন, মজা ছাড়া কোনো বিষয়ই তার মধ্যে ছিল না। হঠাৎ কী হলো মনা ভাইয়ের, কেউ বুঝলাম না। এক এক সময় মনা ভাই এক এক সমস্যা শুর" করছেন ইদানীং। সবই আজগুবি সমস্যা। গত সমস্যাটাই দেখুন... যে মনা ভাইকে কখনো দেখিনি পেপার পত্রিকা পড়তে, দুকলম লিখতে, সে মনা ভাই আবির্ভূত হলেন বহুমাত্রিক প্রতিভা নিয়ে। একই সঙ্গে কবি, লেখক ও সম্পাদক। তার কবিতা, লেখা বা সম্পাদিত পত্রিকা না পেলেও চাররঙা একটা ভিজিটিং কার্ড পেলাম। লেখা— মনা আহমেদ মনা লেখক, কবি, সম্পাদক 'দিন'।

অবাক হলাম তার পত্রিকার নাম দেখে। এ আবার কেমন নাম 'দিন'? মুখোমুখি হলাম এই বহুমাত্রিক প্রতিভার। আমার সঙ্গে ছিল হাসান। মনা ভাইকে দেখে এখন আমাদের সঙ্গে পালালেও মনা ভাইয়ের এক সময়ের 'সেকেন্ড ইন কমান্ড'।

২

মনা ভাইকে জিজ্ঞাসা করলাম, মনা ভাই আপনার এই অস্বাভাবিক পরিবর্তনের কারণ খানা কী? ভয়াবহ রেগে গেলেও নিজেকে শান্ত করলেন বোঝা গেল। বেশ বিনম্রভাবে বললেন, সামাজিক দায়বদ্ধতা আর সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে কলমকে বেছে নিয়েছি বলেই আমি আজ এই লাইনে।

মনা ভাই আপনার পত্রিকা কি বের হয়েছে? এ প্রশ্নেও ক্ষেপে গেলেন। সাহিত্য, কাগজ এসবের খোঁজ না নিয়েই আমার ইন্টারভিউ করতে এসেছিস? প্রথমবার ইন্টারভিউ দিচ্ছি বলে, না হয় ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতাম। হাসান জিজ্ঞাসা করল, মনা ভাই আপনার পত্রিকার সার্কুলেশন কেমন?

এবারও মনা ভাই আগের মতোই হলেন এবং নিজেকে সামলালেন। বললেন, শোন মূর্খ, মেয়েদের বয়স, ছেলেদের বেতন, পত্রিকার সার্কুলেশন এগুলো কখনো জিজ্ঞাসা করতে হয় না। পড়াশোনা যেমন কম করেছিস, বুঝিসও কম। সারাদিন তো দেখি রাস্তায় রাস্তায়। এ জ্ঞান হবে কী করে? অবস্থা ভালো না ঠ্যাকায় বিজ্ঞের মতো ইন্টারভিউ নিতে গিয়ে মূর্খ হয়ে ফিরলাম। আমাকে আর হাসানকে এমন অপমান করছে সবাই দেখলাম বেশ মজাই পেল। এলাকায় হাসাহাসিও পড়ে গেল। মেয়েদের মাঝে আমার কিঞ্চিৎ জনপ্রিয়তা থাকলেও সেখানেও ছি ছি পড়ে গেল।

অবস্থা দেখে বুঝতে পারলাম নষ্ট হওয়া এই ভাবমূর্তি ফিরিয়ে আনতে মাসদুয়েক সময় লাগবে। ততদিন মনা ভাইয়ের কাছে যাওয়া তো নয়-ই, মাইলখানেক দূরে দূরে থাকতে হবে।

৩

অনেকদিন ধরে মনা ভাইয়ের সঙ্গে দেখা নেই। শুনলাম এখন তিনি নতুন একখানা সমস্যা শুর" করেছেন।

সমস্যাটার নির্ভরযোগ্য তথ্য কেউ দিতে পারল না। গেলাম মনা

ভাইয়ের কাছে।

বেশ বিনয়ের সঙ্গে সালাম দিলাম, ভাই আসসালামু আলাইকুম। মনা ভাইও সালামের উত্তর দিয়ে নিচু স্বরে বললেন, কিরে? কী খবর রে?

আমি বললাম, কই? কী খবর ভাই?

: শোন তোকে একটা কথা বলি।

: বলেন ভাই।

প্রায় ৩৫ মিনিট চোখ-নাক-কান-মুখ-সহ শরীরের যেসব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বন্ধ করা যায় সব বন্ধ করে কথা শুনলাম। যতটা কষ্টের ভাব নিয়ে বললেন, কথাগুলো ততটা কষ্টের না। যতটা সমস্যা বোঝাচ্ছেন ততটা সমস্যাও না। তবুও তার ভাবভঙ্গি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে ততটাই সমব্যাথী হয়ে তার ঘর থেকে বের―লাম। বুঝতে পারলাম না সমস্যাটা কোথায়?

পরদিন আবার মনা ভাই ধরলেন, কিরে? কী খবর রে?

: বললাম, ভালো।

: শোন, তোকে আমার একটা কষ্টের কথা বলি।

: বলেন ভাই।

আবারও প্রায় ৩৫ মিনিট সব বন্ধ করে তার গল্পটা শুনলাম। শুনে গল্পটা চেনা চেনা লাগছিল। মনে হচ্ছিল কোথায় যেন শুনেছি? কোথায় যেন শুনেছি? হঠাৎ মনে পড়ল ও এই ঘটনাই তো তিনি গতকাল আমাকে বলেছেন। বুঝলাম মনা ভাইয়ের সমস্যা। সপ্তাহখানেক আর দেখা নেই।

হঠাৎ একদিন সেলুনে দেখা। মনা ভাই তার দিকে ডাকলেন। এই দিকে আয়। তোকে একটা কথা বলি।

এবার আমার এই লাইনটাই চেনা মনে হলো। আমি উলটো দিকে চোখ বন্ধ করে দৌড় দিলাম।

এক দৌড়ে অনেকটা পথ পেরিয়ে নিঃশ্বাস নিতে থামতেই দেখলাম মনা ভাই চিৎকার করতে করতে দৌড়ে আসছেন, শোন ঘটনাটা খুব কষ্টের।

আমি আমার গতি দ্বিগুণ করে এরিয়া পার হলাম।

মিজানদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াতেই মিজান বলল, কিরে ঘটনা কী?

আমি নিঃশ্বাস নিতে নিতে কোনোভাবে বললাম, মনা ভাই। মিজান মুচকি হাসি দিয়ে বলল, গল্প শোনাতে চেয়েছিলেন নাকি? আমি মাথা ঝাঁকালাম। মিজান একটা রিকশা ডেকে বলল, ওঠ।

আনিস ভাইদের বাসায় জর―রি মিটিং আছে। আমি কথা বলতে না পারায় জিজ্ঞাসা করার সুযোগ পেলাম না কীসের মিটিং? উঠে গেলাম।

আনিস ভাইদের বাড়িতে এলাকার যুবসমাজের মিলনমেলা। কারণ খুঁজতে খুব বেশি সময় লাগল না। মূল প্রতিপাদ্য জানলাম, মনা ভাইয়ের অত্যাচারসংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক আলোচনা এবং আমাদের করণীয়।

সবাই কমবেশি বক্তব্য দিলো। এক একজন দিলো এক এক পরামর্শ। তবে সর্বশেষ শিকার হিসেবে আমি সবার দৃষ্টির মূল কেন্দ্রে রইলাম। ঘটনাটা এমন দাঁড়াল আজকের এই সেমিনারের মূল প্রবন্ধ আমাকেই উপস্থাপন করতে হবে। আমিও অনেক অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে কালোত্তীর্ণ একখানা বক্তব্য দিলাম। আমার প্রবন্ধ থেকে যে বিষয়টা উঠে আসলো মনা ভাইকে জর―রি ভিত্তিতে মানসিক ডাক্তারের শরণাপন্ন করানো দরকার।

সবার তীব্র করতালির মুখে এ প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হলো। সঙ্গে সমস্যা দেখা দিলো দুটি। এক, বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? অর্থাৎ মনা ভাইকে ধরে নিয়ে যাবে কে? দুই, সবচেয়ে ভালো ডাক্তার দেখাতে হবে কিন্তু তার সিরিয়াল পেতে লাগবে মিনিমাম তিন মাস। তাই এক্ষেত্রেও করণীয় নিয়ে আবার দ্বিতীয় দফা সেমিনার শুর― হলো।

নানাজন নানা মত দিল। এলাকার হাবীব বলল, এ দায়িত্ব আমার কাঁধে দিন। মনা ভাইকে প্রয়োজনে অপহরণ করে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব, আর তারও আগে বাই প্রেসার সিরিয়াল নিয়ে আসব। শুধু

আমার সঙ্গে থাকতে হবে দুজন। বিষয়টা কামান দাগানোর মতো হলেও লক্ষ্যটা মশা না হওয়ায় সবাই একরকম না পারতে সায় দিল। ওকে, তাই হবে। আগামী পনেরো দিনের মধ্যে ঘটনা ঘটানোর লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করে সেমিনার শেষ হলো।

৪

আমি হাসান হাবীব আর রনি। মুখোশ পরে প্রস্তুত। মনা ভাইয়ের বাড়ির সামনে মাইক্রোবাস নিয়ে বসে আছি। প্রায় দুঘণ্টা হতে চলল। মনা ভাইয়ের বাড়ি থেকে বের‍ুবার নাম নেই। আমাদের প্রায় বিরক্তি এসে গেল। এমন সময় হাবীবের মোবাইলে ফোন এলো, মনা ভাইকে গত কদিন যাবৎ পাশের মহল্লার স্কুলমাঠ থেকে সন্ধ্যার দিকে বের হতে দেখা যায়। আমরা মাইক্রোবাস নিয়ে স্কুলমাঠে হাজির হলাম। অন্ধকার হয়ে আসছে। গভীর দৃষ্টি। মনা ভাই যেন হাত ফসকে বেরিয়ে না যায়। হঠাৎ দেখলাম ব্যাগ হাতে মনা ভাই বের হচ্ছেন। আমর চারজন দ্র‍ুত গিয়ে মনা ভাইকে চেপে ধরলাম। কী হতে কী হলো মনা ভাই 'ইয়া' বলে এক কুৎসিত সুরে ভয়াবহ চিৎকার দিয়ে ঝাড়া মারলেন। আমরা চারজন চারদিকে ছিটকে পড়লাম। অল্পের জন্য পাশের ডোবা থেকে বাঁচলাম। কিন্তু পুরো বাঁচা হলো না। কোথা থেকে কারা এসে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমার মুখোশটা ঘুরে চোখ ঢেকে যাওয়ায় আর কিছু দেখা গেল না। আর কিছু মনেও নেই।

যেখান থেকে মনে আসছে তা হলো আমরা চারজন পাশাপাশি বেডে শুয়ে আছি এক ক্লিনিকে। মনা প্রতিরোধ কমিটির সবাই দেখতে এলো। সবাই কম বেশি দুঃখপ্রকাশ করল। কারণ আমাদের মনা ভাইয়ের লেটেস্ট কার্যক্রম জেনে তারপর অপারেশনে নামা উচিত ছিল। মনা ভাই যে ইদানীং মার্শালআর্ট প্র্যাকটিস করছেন তা কে জানত?

৫

ইদানীং মনা ভাই তো দূরে সামান্য 'ম' সংক্রান্ত কোনো আলোচনায়ও এখন আমি থাকি না। মনা ভাই ইদানীং কী করছে তাও জানি না।

জানতেও চাই না। তবে লোকমুখে শুনলাম তিনি এখন তার প্রতিবেশীর সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়েছেন। তাদের সঙ্গেই ঝগড়াঝাঁটি ঝামেলা করে দিন পার করেন। হঠাৎ একদিন রাতে মনা ভাই হাজির হলেন। আমি আঁতকে উঠলাম। আমার শরীরের ব্যথাগুলো যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। মনা ভাই বললেন, শোন একটা সমস্যায় পড়েছি। আমি কোনো আগ্রহ দেখালাম না।

তিনি সেদিকে তোয়াক্কা না করে বললেন, আমাদের পাশের বাড়ির বশিরদের তো তুই চিনিস। সাক্ষাৎ হারামজাদা। আমাদের কাছ থেকে কম উপকার নিয়েছে? এখন চেনে না। ছেটোলোক। আমি এবার বললাম, কেন কী করেছে? মনা ভাই উত্তেজিত হয়ে বললেন, কী করেছে মানে? শালা। এত ছোটলোক আমাদের সবকিছুতে থাকে অথচ আমাদের কোনো কিছুতে দাওয়াত দেয় না। এমনকি গতকাল তার বাবার মৃত্যুবার্ষিকী গেছে। দুনিয়াসুদ্ধ লোক খাইয়েছে আমাদের বলেনি। আমি বললাম, এতে আমরা কী করতে পারি?

: তোদের কিছু করতে হবে না। আমি একটি চিঠি এনেছি তুই এটা বশিরের হাতে পৌঁছে দিবি।

: দেখি।

: তোদের দেখতে হবে না। শুধু পৌঁছে দিবি। আমি তাকে তাড়াতাড়ি বিদায় করার জন্য বললাম, রেখে যান। দিয়ে দেবো।

মনা ভাই বললেন, খুব সাবধানে একদম বশিরের হাতেই দিবি।

: আচ্ছা।

মনা ভাই চলে গেলেন। আমি চিঠি খুললাম। আগে পড়তে হবে, পরে দেওয়াদেওয়ি। কীসের চিঠি কে জানে? পরে মার খাব নাকি? চিঠি পড়তেই আমার চক্ষু চড়কগাছ। এ কেমন চিঠি? বাবার মৃত্যুবার্ষিকীতে দাওয়াত দেয়নি বলে এমন চিঠি? মনা ভাইয়ের মাথা সত্যি গেছে। না হলে এমন চিঠি কেউ লেখে। তিনি চিঠিতে লিখেছেন—

বশির,

তোমার বাবার মৃত্যুবার্ষিকীতে দুনিয়াসুদ্ধ লোক খাইয়েছ। চোখের সামনে থাকতেও আমাদের বলোনি। মনে থাকবে। তুমিও মনে রেখো। মানুষের সব দিন সমান যায় না।

তোমার বাবার মৃত্যুবার্ষিকীতে দাওয়াত দাওনি। ভুলে যেও না আমারও বাবা আছে।

মনা ভাইয়ের ডায়েটিং

মনা ভাই এখন ব্যাপক স্বাস্থ্য সচেতন হয়ে গেছেন। এটি অনেক দিন থেকেই লক্ষ করা যাচ্ছিল। কিন্তু তেমন প্রকট ছিল না। কদিন আগেও তিনি সবার সামনে ভয়ডরহীনভাবে পেট ফুলিয়ে কথা বলে গেছেন। পেট ফোলানো মানে তার সামান্য ভুঁড়ি হওয়ায় সে বিষয়ে চিন্তিত ছিলেন না। তবে হুট করে সেখানে ভালো পরিবর্তন চলে এসেছে। কেমন যেন বেছে বেছে খাওয়ার চেষ্টা করেন। সকালে হাঁটতে যাবেন বলে আওয়াজ তোলেন এবং বিভিন্ন প্রোগ্রামে ছবি তোলার সময় নিঃশ্বাস বন্ধ করে পেট চেপে রাখেন। মনা ভাইয়ের এহেন পরিবর্তন হেতু আমাদের এখনো জানা হয়নি। আর মনা ভাইও এ বিষয়ে আমাদের সামনে এখনো মুখ খোলেননি।

আর যে বিষয়ে মনা ভাই মুখ খোলেননি সে বিষয়ে আমাদের কথা বলা বারণ। এমনকি চিন্তা করাও। তাই এ বিষয়ে আর চিন্তা করার অবকাশ নেই। আমাদের বরং অন্য চিন্তা করা উচিত। কিন্তু কী চিন্তা করব, তাই আমরা চিন্তা করে পাচ্ছিলাম না। তবে চিন্তা আমাদের মাঝে বর্ষিত হলো মনা ভাইয়ের আকাশ থকে। মনা ভাই তার বাসায় ডাকলেন। উদ্দেশ্য অজানা।

২

আমরাও এক অজান উদ্দেশ্যে, অজানা আশঙ্কাকে সঙ্গী করে মনা ভাইয়ের বাসার উদ্দেশে রওনা হই।

এই প্রথম মনা ভাইয়ের বাসায় গিয়ে তাকে সরাসরি উপস্থিত পেলাম। এর আগে কখনো এমন ঘটনা ঘটেনি। দেখা যেত আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে আছি, মনা ভাই নেই। আবার এমনও দিন গেছে

তিনি দেখা না করেই আমাদের বিদায় করে দিয়েছিলেন। ঘরে ঢুকেই তার দর্শন পাওয়ায় আমরা যারপরনাই অভিভূত হওয়ার ভান করলাম। যদিও এতটা অভিভূত হয়নি। উলটো কিছুটা বিব্রতই হয়েছি। কারণ মনা ভাইয়ের অনুপস্থিতির সময়টুকু আমাদের ভালো লাগার সময়। এ সময়টায় আমরা তার বির"দ্ধে ব্যাপক সমালোচনা করতে পারি। যে সমালোচনা শুনলে অন্য যে-কোনো মানুষ হয়তো আত্মহত্যা করত কিন্তু মনা ভাইয়ের বেলায় সেটা অসম্ভব। তার এরকম করার কোনো চান্স নেই। তিনি চাপের মুখে উলটো আমাদের আত্মহত্যা করতে বাধ্য করতেন।

যাই হোক, মনা ভাইয়ের চেহারা দেখেই আমরা হাসি দিলাম। তাকে একবার ভালোভাবে দেখার চেষ্টা করলাম। নতুন কী কী পরিবর্তন এলো তার?

দেখতে দেখতে যখন পুরো হতাশ হয়ে যাচ্ছিলাম, হায় মনা ভাইয়ের তো পরিবর্তন ঘটেনি। তখনই আমাদের দৃষ্টি পড়ল তার চেয়ারের নিচে থাকা একটা জিনিসের ওপরে। ওটা কী?

অনেকক্ষণ তাকিয়ে দেখলাম এবং বুঝলাম যন্ত্রটা ওজন মাপার যন্ত্র। কিন্তু এটা কেন? ভাবতে না ভাবতেই মনা ভাই সেটার ওপর সওয়ার হলেন। আর জিভে কামড় দিলেন। আহারে! দশ মিলিগ্রাম ওজন আবার বেড়ে গেল?

ঘটনায় আমাদের অবাক হওয়ার কথা থাকলেও হলাম না। কারণ আমাদের নিয়ামানুযায়ী আগে মনা ভাইয়ের সঙ্গে সহানুভূতিশীল হওয়ার নিয়ম।

আমরা তাই হলাম।

বলেন কী ভাই? দশ মিলিগ্রাম?

ইস। সবাই একসঙ্গে জিভে কামড় দিলাম।

দেশের খাবারে যা ফ্যাট এখন।

মনা ভাই হুম টাইপের একটা ছোট্ট হুংকার ছাড়লেন। শোন, আমার কাছে এখন জীবনে ফিট থাকাটা অনেক গুর"ত্বপূর্ণ। তোরা

আমাকে চর্বিযুক্ত খাবার কোনোভাবেই দিবি না। এমনকি আমার সামনেও খাবি না। চর্বিযুক্ত খাবারের গন্ধেও আমার শরীরে ফ্যাট হয়। আমি সেখান থেকেও দূরে সরে থাকতে চাচ্ছি। ঠিক আছে?

আমরা বললাম, ঠিক আছে ভাই। তাই হবে। বলেই মনা ভাই আবার ওই যন্ত্রের ওপর দাঁড়িয়ে গেলেন। আবার ইস্ করে উঠলেন। আমরা এবার অল্প সময়ের জন্য চেহারায় একটা সহানুভূতির দৃষ্টি দিতে দিতে বের হয়ে গেলাম।

বের হয়েই আমরা মনা ভাইয়ের এহেন স্বাস্থ্য সচেতনতার ব্যাপারে শঙ্কিত হয়ে পড়লাম এবং কার্যকরী তদ"ড় কমিটি গঠন করে ফেললাম। জর"রি ভিত্তিতে জানতে হবে।

৩

তদন্ডের রিপোর্ট পেয়ে আমরা সবাই হতবাক। মনা ভাই ঈদকে সামনে রেখে এমন করছেন। কারণ তিনি দেখেছেন প্রতি কোরবানি ঈদের পরপর তার একটা প্রেম আসে এবং সে সময় তিনি প্রায়ই একটু খেয়েদেয়ে মোটা হয়ে যান। তার ধারণা মেয়েরা এখন বেশি মোটা টাইপের কাউকে খুব একটা পছন্দ করে না। আবার তিনি তো ঈদের গর"র মাংস না খেয়েও পারবেন না। তাই এই প্রচেষ্টা। তার সি□ম হওয়ার এমন স্থূল কারণ শুনে আমাদের চেহারা শুকনো হয়ে গেল। এটা কোনো কারণ হলো? কিন্তু আমাদের কারণে কী যায় আসে। মনা ভাই তার কারণে তার চেষ্টা করেই যাচ্ছেন এবং বরাবরের মতো আমরা আতঙ্কে আছি। কখন কী হয়? হঠাৎ আনিসের মোবাইলে মনা ভাইয়ের ফোন। আমরা চুপ। মনা ভাইয়ের ফোন রেখে গত তিরিশ সেকেন্ড আগের চেয়ে আরও কয়েকগুণ শুকনো চেহারা নিয়ে আনিস বলল, মনা ভাই ডায়েটের জন্য তিলিকানো গাছের পাতার রস না কী একটা জোগাড় করতে বললেন এবং সেটা কালকের মধ্যেই।

সেই গাছ কত বড় সেটা আমাদের জানা নেই। কিন্তু মনে হলো বড় একটা গাছ আমাদের মাথায় ভেঙে পড়ল।

হাবীব চিৎকার করে উঠল, আমি বোটানির স্টুডেন্ট। জীবনেও

এই গাছের নাম শুনিনি। রিপন বলল, না শুনলে কী হবে? এখন তো শুনতে হবে। এটা লাগবেই।

কোথায় কীভাবে কী করে হবে সেই চিন্ড়ায় আমরা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়তেই মিজান চিৎকার করে উঠল, পাইছি!

কম সময়ে এমন গাছপালার খোজ পাওয়ার একটাই উপায় কোনো হারবাল ঔষধালয়ে যেতে হবে।

আমরা মিজানের এমন বুদ্ধিতে তাকে জড়িয়ে ধরলাম। সাম্প্রতিককালে সে এর চেয়ে বেশি বুদ্ধির কাজ করতে পারেনি।

৪

হেকিম সাহেব সব শুনে মাথা নেড়ে জানালেন, আছে। খুবই দুর্লভ। টাকা বেশি লাগবে। মনা ভাইয়ের জন্য নিতে হবে, টাকা কোনো বিষয় নয়। তাও আমরা দরদাম করলাম।

হেকিম সাহেব মহাবিরক্ত হলেন। তাহলে অন্য কিছু নিয়ে যান। সাফুফে সায়লান। শরবতে ফাওলাদ বা অন্য কিছু। এই দামে তিন ফাইল পাবেন।